প্রথম আলো

তারিখ ... 25 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৫ ...

ছাত্রলীগের সম্মেলনের উদ্বোধন আজ

# ভোট না সমঝোতা নির্ধারিত হয়নি এখনো

**নিজস্ব ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●**

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দুই দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন শুরু হচ্ছে আজ শনিবার। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে নতুন নেতৃত্ব আসবেন, তা গতকাল পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। সংগঠনের নেতাদের কেউ বলছেন, কাউন্সিলরদের সরাসরি ভোটে নতুন কমিটি হবে। আবার কেউ বলছেন, সমঝোতার ভিত্তিতে পরবর্তী কমিটি মনোনীত হতে পারে।

ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির পাঁচজন এবং এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল আওয়ামী লীগের দুজন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্রলীগের নতুন কমিটি কীভাবে হবে, নির্বাচিত না মনোনীত—এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ শনিবার দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। ছাত্রলীগের নতুন কমিটির নেতৃত্বে কারা আসছেন, তা অনেকটাই নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর।

ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সম্মেলনের জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশনের সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। রোববার সকালে প্রার্থীদের নিয়ে বসব। সেখানে যদি সমঝোতা হয়, তাহলে নির্বাচন পর্যন্ত যাওয়া লাগবে না। আর যদি সমঝোতা না হয়, তাহলে নির্বাচন

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

# ভোট না সমঝোতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

হবে। তবে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া বক্তৃতার পরই কোন পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচিত হবে, তা চূড়ান্ত হবে।'

নির্বাচন কমিশনের আরেক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ছেলে এবং তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের (জয়) ছাত্রলীগ নিয়ে আগ্রহ আছে। কমিটি গঠনের বিষয়ে তাঁরও দিকনির্দেশনা থাকতে পারে।

ছাত্রলীগের একাধিক প্রার্থী বলেন, সমঝোতার মাধ্যমে কমিটি করার জন্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান নেতাদের কেউ কেউ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ছাত্রলীগের সম্মেলনের বিষয়ে সংগঠনের সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম গত বৃহস্পতিবার রাতে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

তবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কথিত 'সিন্ডিকেটের' প্রার্থী কারা হচ্ছেন, তা গতকাল পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। 'সিন্ডিকেটের' বাইরে ছাত্রলীগের কমিটি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আরও যে সাতটি উপদল সক্রিয় রয়েছে, তারাও নিজেদের প্রার্থীর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে, নির্বাচন কমিশন সূত্র জানিয়েছে, ছাত্রলীগের শীর্ষ দুই পদের জন্য মোট ২৪২ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৪ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে সভাপতি পদে ১৪ জন ও সাধারণ সম্পাদক পদে ২০ জন রয়েছেন।

বয়স ২৯ বছরের বেশি হওয়ার কারণে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীর তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন আলোচিত চারজন। তাঁরা হলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুল কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক মশিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ আনিসুজ্জামান। তবে এই চারজন *প্রথম আলোকে* বলেছেন, দুই বছরের জন্য গঠিত হওয়া বর্তমান কমিটি চার বছর পর সম্মেলন দিচ্ছে। ফলে বয়সের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ছাড় দিতে পারেন বলে তাঁরা আশাবাদী।

এ ছাড়া বয়স কমিয়ে লেখা, ছাত্রত্বের সনদ জমা না দেওয়ায় এবং অন্য সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে অন্যদের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। মনোনয়ন ফরমে বয়স কমিয়ে প্রার্থিতা চাওয়ায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কৃষি সম্পাদক রাইসুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহসভাপতি এনায়েত হোসেন ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এই তিনজনই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুটি পদের জন্য আলাদা ফরম কিনেছিলেন।

এ ছাড়া ইসলামী ছাত্র সেনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে হীরণ আহমেদ, ইসলামী ছাত্রফ্রন্টের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মাসুদ রানার প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাহিদ মিয়ার ছাত্রলীগে কোনো পদ না থাকায় তাঁর প্রার্থিতাও বাতিল করা হয়।

ছাত্রলীগের সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির অধিকারীরা এবারের কমিটিতে অগ্রাধিকার পাবেন। তবে নির্বাচন না সমঝোতার ভিত্তিতে কমিটি হবে, তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

ছাত্রলীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, আজ শনিবার ও আগামীকাল রোববার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের ২৮তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উদ্যানের দক্ষিণ পাশে ২৫ হাজার মানুষের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিশাল প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়েছে। আজ শনিবার অধিবেশনপর্ব শুরু হবে সকাল ১০টায়। সেখানে প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ দিন সাংগঠনিক প্রতিবেদন ও শোকপ্রস্তাব পেশ, গণসংগীত ও বক্তৃতা পর্ব চলবে। আর কাউন্সিল অধিবেশন হবে পরদিন রোববার। সেখানেই নতুন কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন।

২০১১ সালের ১০ ও ১১ জুলাই ছাত্রলীগের সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছিল।